من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

রমজানুল মুবারক

সাহ্‌রী ও ইফতারের সময়সূচি

১৪৪৩ হিজরি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৮-১৪২৯ বঙ্গাব্দ

প্রথম ১০ দিন

রমজান	তারিখ এপ্রিল	তারিখ চৈত্র	বার	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
*০১	০৩	২০	রবি	৪: ২৭ মি.	৬: ১৯ মি.
০২	০৪	২১	সোম	৪: ২৬ মি.	৬: ১৯ মি.
০৩	০৫	২২	মঙ্গল	৪: ২৪ মি.	৬: ২০ মি.
০৪	০৬	২৩	বুধ	৪: ২৪ মি.	৬: ২০ মি.
০৫	০৭	২৪	বৃহঃ	৪: ২৩ মি.	৬: ২১ মি.
০৬	০৮	২৫	শুক্র	৪: ২২ মি.	৬: ২১ মি.
০৭	০৯	২৬	শনি	৪: ২১ মি.	৬: ২১ মি.
০৮	১০	২৭	রবি	৪: ২০ মি.	৬: ২২ মি.
০৯	১১	২৮	সোম	৪: ১৯ মি.	৬: ২২ মি.
১০	১২	২৯	মঙ্গল	৪: ১৮ মি.	৬: ২৩ মি.

দ্বিতীয় ১০ দিন

রমজান	তারিখ এপ্রিল	তারিখ চৈত্র/বৈশাখ	বার	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
১১	১৩	৩০	বুধ	৪: ১৭ মি.	৬: ২৩ মি.
১২	১৪	০১	বৃহঃ	৪: ১৫ মি.	৬: ২৩ মি.
১৩	১৫	০২	শুক্র	৪: ১৪ মি.	৬: ২৪ মি.
১৪	১৬	০৩	শনি	৪: ১৩ মি.	৬: ২৪ মি.
১৫	১৭	০৪	রবি	৪: ১২ মি.	৬: ২৪ মি.
১৬	১৮	০৫	সোম	৪: ১১ মি.	৬: ২৫ মি.
১৭	১৯	০৬	মঙ্গল	৪: ১০ মি.	৬: ২৫ মি.
১৮	২০	০৭	বুধ	৪: ০৯ মি.	৬: ২৬ মি.
১৯	২১	০৮	বৃহঃ	৪: ০৮ মি.	৬: ২৬ মি.
২০	২২	০৯	শুক্র	৪: ০৭ মি.	৬: ২৭ মি.

শেষ ১০ দিন

রমজান	তারিখ এপ্রিল/মে	তারিখ বৈশাখ	বার	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
২১	২৩	১০	শনি	৪: ০৬ মি.	৬: ২৭ মি.
২২	২৪	১১	রবি	৪: ০৫ মি.	৬: ২৮ মি.
২৩	২৫	১২	সোম	৪: ০৫ মি.	৬: ২৮ মি.
২৪	২৬	১৩	মঙ্গল	৪: ০৪ মি.	৬: ২৯ মি.
২৫	২৭	১৪	বুধ	৪: ০৩ মি.	৬: ২৯ মি.
২৬	২৮	১৫	বৃহঃ	৪: ০২ মি.	৬: ২৯ মি.
২৭	২৯	১৬	শুক্র	৪: ০১ মি.	৬: ৩০ মি.
২৮	৩০	১৭	শনি	৪: ০০ মি.	৬: ৩০ মি.
২৯	০১	১৮	রবি	৩: ৫৯ মি.	৬: ৩১ মি.
৩০	০২	১৯	সোম	৩: ৫৮ মি.	৬: ৩১ মি.

১* রমজান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল   তথ্যসূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইফতারের দোয়া

আল্লাহুমা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্কিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

রমজানের ফজিলত

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

রমজান মাস এত বেশি বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়"। প্রকৃতপক্ষে আল কুরআনই হলো মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথ নির্দেশক। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে এ কুরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোন জাতিকে অধঃপতিত করেন"। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর দেওয়া কুরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করা, বুঝা ও কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কুরআনের বিধি বিধান জানা, বুঝা ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস।

যাকাত ও দান-সদকা

রমজানুল মুবারক মুমিনের আমলের বসন্তকাল। এ মাসে বান্দা যত আমল করবে তার পরকালীন ভান্ডার ততই সমৃদ্ধ হবে। রমজানের অন্যতম আমল হলো দান-সদকা। গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন মানুষের মধ্যে রাসূল (সা.) সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। রমজানে তিনি আরও বেশি দানশীল হতেন, যখন জিবরাইল (আ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। রমজান মাসে জিবরাইল (আ.) রাসূল (সা.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরাইল (আ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পর রাসূল (সা.) মুক্ত বায়ুর চেয়েও বেশি কল্যাণময় দানশীল হতেন। (বোখারী:৩২২০)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বা জা ফে-০৮
www.sramikkalyan.org